## ১.৪ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্ব ঃ (সাধারণ)

এই তত্ত্বটি মূলত ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে এবং ১৯৭০-এর দশকের প্রথমভাগে বাস্তববাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এবং **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অ**-রাষ্ট্রীয় (non-state) এককসমূহের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের **পরি**প্রেক্ষিতে আবির্ভূত **হয়**। অতীত অনুসন্ধান করলে, এই তত্ত্বটির সন্ধান **পাওয়া** যাবে ইমানুয়েল কান্ট-এর (Immanuel

Scanned with CamScanner

Kant) Perpetual Peace (১৭৯৫) গ্রন্থে বা টক্‌ভিলের (Alexis de Tocqueville) লেখা On Democracy in America (১৮৩৫-১৮৪০) গ্রন্থে। উভয়েই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক শান্তির মধ্যে সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। কান্ট মনে করতেন বাণিজ্যের চেতনা যুদ্ধের

Scanned with CamScanner

## ৫.৩ পরনির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependency Theory) ঃ

পরনির্ভরশীলতা তত্ত্বটি ১৯৬০-এর দশকে লাটিন আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে— এবং পরবর্তীকালে আফ্রিকা ও এশিয়ার বুদ্ধিজীবী মহলেও তত্ত্বটি খুবই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালে ফার্নান্দো কারদোসো (Fernando Cardoso) ও এনজো ফেলেটো (Enzo Faletto)-র লেখা Dependency and Developemnt in Latin America গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে এই তত্ত্বটির প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। রেমন্ড ডুভাল (Raymond Duvall) তার একটি প্রবন্ধে পরনির্ভরশীলতা তত্ত্বের তিনটি বিশেষ ধারার উল্লেখ করেছেন। প্রথম ধারাটিকে তিনি সমগ্রবাদী (holistic) দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই ধারণা অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বের সমাজব্যবস্থা ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিগমবদ্ধ (incorporated) হয়েছে এবং এর পরিণতিতে তৃতীয় বিশ্বের সমাজব্যবস্থা কিভাবে বিকৃত (distorted) হয়েছে, তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মত অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়নের ধারা এবং তার সুযোগ-সুবিধা সবই বন্টিত হয়েছে বাছাই করা জনগোষ্ঠির কথা মনে রেখে— উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা করায়ত্ত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যালঘিষ্ট মানবগোষ্ঠীর জন্য; আর বৃহত্তর অংশ রয়ে গেছে বঞ্চনার দ্বারপ্রান্তে। দ্বিতীয় ধারাটি প্রভাবিত হয়েছে মূলত প্রত্যক্ষবাদী (empiricist) দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা— এটি মূলত সত্তরের দশকের উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পরিমিতিভিত্তিক পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। সবশেষে, পরনির্ভরশীলতা তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে প্রধানত ক্ষমতার (power) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে— এই বক্তব্য অনুযায়ী একটি সমাজব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায় "by relative stability of a certain structure of dependence relations within the system, as well as among the systems or by their change"। অর্থাৎ একটি সমাজব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার শর্তই হল সেই ব্যবস্থায় অথবা বিভিন্ন

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থায় যে নির্ভরশীলতার কাঠামো রয়েছে, সেই কাঠামোকে অব্যাহত রাখা বা তার পরিবর্তন ঘটানো।

"কিন্তু জেমস্ কাপারোসা (James Caporaso)-র মতে 'Dependency'-র সংজ্ঞা দিতে হবে সম্পূর্ণভাবে কাঠামোগত দিক থেকে— তার মতে, 'Dependency'-র নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে। প্রথমতঃ, পরনির্ভরশীলতা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা— এর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র পাওয়া যাবে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও তৎসঙ্গে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় ও বিদেশী মূলধনের মধ্যে অতিরাষ্ট্রিক সম্পর্ক, উন্নয়নের ধারাকে পছন্দ করার অবকাশের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্ব ধনতন্ত্রের সঙ্গে যোগসৃষ্টির ফলে জাতীয় অর্থনীতির বিকৃতি পরনির্ভরশীলতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে পরনির্ভরশীলতার সম্ভবত, সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন ব্রাজিলিয় সমাজবিজ্ঞানী থিওটনিও ডস্ সান্তোস্ (Theotonio Dos Santos)— ১৯৭০ সালে American Economic Review-তে লেখা 'The Structure of Dependence' প্রবন্ধে পরনির্ভরশীলতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন) "a situation in which the economy of certain countries is conditioned by the development and expansion of another economy to which the former is subjected. The relation of inter-dependence between two or more economies, and between these and world trade, assumes the form of dependence when some countries (the dominant ones) can do this only as a reflection of that expansion, which can have either a positive or a negative effect on their immediate development"। বলা যায়, পরনির্ভরশীলতা বলতে বোঝায় (এমন এক 'পরিস্থিতি' যেখানে কয়েকটি দেশের অর্থনীতি অন্যদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিস্তৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়— আর, এই পরিস্থিতির তখনই উদ্ভব হয় যখন কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। দুই বা ততোধিক অর্থনীতির বা এই অর্থনীতিসমূহ ও বিশ্ব বাণিজ্যের পরস্পর নির্ভরশীলতা পরনির্ভরশীলতায় পরিণত হয় আধিপত্যশীল রাষ্ট্রের বিস্তারের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই। এই বিস্তারের প্রভাব সেই রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, সদর্থক বা নেতিবাচক যে কোন ধরনেরই প্রভাব ফেলতে পারে।

পরনির্ভরশীলতা তত্ত্বকে বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন— এই সমস্ত তাত্ত্বিকেরাই সাম্রাজ্যবাদকেই উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের জন্য দায়ী করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি এই তাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেছেন— আবার অনেকেই অ-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী

Scanned with CamScanner

সমাজগুলিতে যে দ্বৈত চরিত্র এবং পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক বজায় ছিল, স্বাধীনতার পরও সেই চরিত্র ও সম্পর্কের কোনই পরিবর্তন হয়নি। এই নীতিটি মূলত একটি অনুন্নত রাষ্ট্রের জাতীয় নীতির সঙ্গে জড়িত থাকে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত অঞ্চলগুলি অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে শোষণ ও নির্ভরশীলতাকেই অব্যাহত রাখতে বাধ্য করে। এই তত্ত্বটি অনুন্নত দেশে বাজার অর্থনীতির মূলসূত্রের সাহায্যে অনুন্নত দেশসমূহে অসম উন্নয়নের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে যেমন সাহায্য করে, তেমনি এই সমস্ত রাষ্ট্র সমতা ও উন্নয়নের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার কারণ অনুসন্ধানে সহায়তা করে।

উপরোক্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে কোনটি মার্কসীয়ধারা অনুসরণ করে পরনির্ভরশীলতাকে ব্যাখ্যা করেছে, একথা বলা যায় না। ব্যতিক্রম একমাত্র ক্যাসানোভা তিনি তার লেখার ক্ষেত্র বিশেষে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করেছেন, যদিও তার লেখায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'eclecticism'-এর প্রভাব ভীষণভাবে প্রবল। পরনির্ভরশীলতা তত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব দেখা যায় আন্দ্রে গুন্দার ফ্রাংকের (Andre Gunder Frank) লেখায়। ফ্রাংকের তত্ত্বটি মূলত অনুন্নয়নের উন্নয়ন বা 'Development of Underdevelopment' তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। ১৯৬৬ সালে Monthly Review-এ লেখা 'The Development of Underdevelopment' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ফ্রাংক সমসাময়িক লেখকদের সমালোচনা করে বলেন যে প্রচলিত তত্ত্বসমূহ পৃথিবীর কিছু অংশ কেন উন্নত ও কিছু অংশ কেন অনুন্নত এ নিয়ে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তিনি এও বলেন যে উন্নয়ন সংগঠিত হয় কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে— আজকে যে উন্নত দেশগুলি কোন সময়েই 'underdeveloped' ছিল না, যদিও তারা হয়তো কোন সময়ে 'undeveloped' ছিল। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত Capitalism and Underdevelopment in Latin America গ্রন্থে চিলি ও ব্রাজিলের অনুন্নয়নের সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে ফ্রাংক বেশ কয়েকটি প্রকল্পের (hypotheses) উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, বিশ্বের প্রধান উন্নত দেশগুলির,— যাকে ফ্রাংক metropoles বলে অভিহিত করেছেন— সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের অনুবর্তী (satellite) রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল প্রধান কেন্দ্রগুলি ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকে, আর অনুবর্তী রাষ্ট্রগুলি অনুন্নত হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি বুয়েনস আয়ারেস ও সাও পাওলোর উল্লেখ করেছেন। এই দুই শহর উনবিংশ শতকে বেড়ে উঠতে থাকলেও, ১৯৬০-এর দশকেও যথাক্রমে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল রয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রের সঙ্গে অনুবর্তী রাষ্ট্রের সম্পর্ক যখন সবচেয়ে দুর্বল হয়, তখনই অনুবর্তী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বোচ্চ

Scanned with CamScanner

মাত্রায় পৌঁছয়। তিনি উদাহরণ হিসেবে সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় অর্থনীতির মন্দা, নেপোলনীয় যুদ্ধসমূহ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩২-এর মন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একবার এই সংকটের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অনুবর্তী রাষ্ট্রগুলি আবার কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পূর্বতন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং সংকটকালীন উন্নয়নের ধারাকে সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। তৃতীয়তঃ, যে অঞ্চলগুলিকে সাম্প্রতিককালে সামন্ততান্ত্রিক ও অনুন্নত বলে মনে হচ্ছে, সেগুলো আসলে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে ছিল না। তারা কেন্দ্রগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধন পাঠানোর একেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে কেন্দ্র এই অঞ্চলগুলোকে পরিত্যাগ করল, সেদিন থেকেই এই অঞ্চলসমূহের অধোগতির সূচনা হল। চতুর্থতঃ, অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে যে বিশেষ ভূসম্পত্তির (estate) সৃষ্টি হয়েছিল— যেগুলোকে latifundium বলে অভিহিত করা হয়— সেগুলোর উদ্দেশ্যই ছিল জাতীয় ও বিশ্ব বাজারের চাহিদার মেটানোর জন্য বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসেবে কাজ করা। সর্বশেষত, কোন কোন ভূসম্পত্তির সামন্ততান্ত্রিক ও অনুন্নত চরিত্রের পিছনে রয়েছে বিশ্বে প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়া।

ফ্রাংক লাটিন আমেরিকার ধনতান্ত্রিক অনুন্নয়নের পিছনে তিনটি স্বত্বোবিরোধিতা দেখেছিলেন ঃ জাতীয় শ্রমিক ও উৎপাদকদের সৃষ্ট উদ্বৃত্তের বিদেশী একচেটিয়া কারবারীদের দ্বারা অধিকরণ (appropriation) ও বাজেয়াপ্তকরণ (expropriation); উন্নত কেন্দ্রীয় ও অনুন্নত অনুবর্তী অঞ্চলের মধ্যে মেরুকরণ; এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিরবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি ও তার পরিণতিতে অনুন্নয়নের সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে, ফ্রাংক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখেছিলেন, "a whole chain of metropolises and satellites, which runs from the world metropolis down to the hacienda or rural merchant who are satellites of the local commercial metropolitan centre but who in their turn have their peasants as satellites"। আসলে ফ্রাংক উন্নত দেশ থেকে অনুবর্তী রাষ্ট্র পর্যন্ত এক শৃংখলকে দেখেছিলেন— এই শৃংখলটি পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত অঞ্চল থেকে অনুন্নত দেশের সুদূর গ্রামাঞ্চলের বণিকশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই গ্রামীণ বণিক যেমন তার দেশের উন্নত অঞ্চলের স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণাধীন হন, তেমনি তিনিও তার গ্রামের চাষীকে অর্থনৈতিকভাবে নিজস্ব নিয়ন্ত্রনে রাখেন বা নিজ অনুগামীতে পরিণত করেন। তার মত অনুযায়ী কেন্দ্র বা metropolis অনুবর্তী রাষ্ট্রসমূহ থেকে "expropriates economic surplus" এবং "appropriates it for its economic development"। অন্যদিকে অনুবর্তী দেশগুলি অনুন্নতই থেকে যায়

Scanned with CamScanner

"for lack of access to their own surplus and as a consequence of the same polarization and exploitative contradictions which the metropolis introduces and maintains in the satellite's domestic economic structure"। অর্থাৎ, নিজস্ব উদ্বৃত্তকে ব্যবহার করতে না পারার ফলে এবং উন্নত রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক অনুবর্তী রাষ্ট্রগুলিতে মেরুকরণ ও শোষণজনিত বিরোধিতা সৃষ্টি করার এবং বজায় রাখার প্রয়াসই অনুবর্তী রাষ্ট্রগুলিতে উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির বিকৃত হওয়ার জন্য দায়ী আন্তর্জাতিক অর্থনীতির গতিময়তা— আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন তৃতীয় বিশ্বে যে শ্রেণীবিভাজন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সৃষ্টি করে, তার মূল লক্ষই হল তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। অনুন্নত দেশের বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক হল অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ও দুর্বল রাষ্ট্রসৃষ্টির জন্য দায়ী।

ধনতন্ত্র যে তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্রই অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও অনুন্নয়নের জন্য দায়ী— ফ্রাংকের এই ধারণার বিপক্ষে মত প্রকাশ করে ফার্নান্ডো হেনরিকো কারদোসো (Fernando Henrique Cardoso) পরনির্ভরশীলতা তত্ত্বকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন। ফারদোসো ও এনজো ফেলেটো যৌথভাবে প্রকাশ করেন Dependency and Devolopment in Latin America নামক গ্রন্থটি— বইটি ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল সান্টিয়াগো (চিলি) Latin American Institute for Social and Economic Planning-এ এবং ১৯৬৯ সালে *Dependenciay desarrollyo Americana Latina* নামে প্রকাশিত হয়। বইটির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে— শুধুমাত্র ইংরেজী অনুবাদের জন্য শেষ অংশে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। কারদোসো মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে লাটিন আমেরিকার উন্নয়নের সমস্যা আলোচনায় সচেষ্ট হলেও, তার লেখায় রবার্ট মার্টন, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন বা লেভি স্ট্রসের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কারদোসো ও ফেলেটো তাদের আলোচনা পদ্ধতিকে দ্বন্দ্বমূলক বলে অভিহিত করেছেন, কারণ তারা গুরুত্ব দিয়েছেন "not just the structural conditioning of social life, but also the historical transformation of structures by conflict, social movements, and class struggles"। একটু অন্যভাবে বলা যায়, এই দুই তাত্ত্বিক লাটিন আমেরিকার সামাজিক জীবন কিভাবে কাঠামোগত ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, শুধুমাত্র তার ওপর গুরুত্ব দেননি— এই কাঠামো সংঘাত, সামাজিক আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে কিভাবে ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, তার ওপরেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই আলোচনা পদ্ধতিকে তারা 'ঐতিহাসিক কাঠামোগত পদ্ধতি' (Historical Structural Method) বলে

Scanned with CamScanner